উদাত্ত আহ্বান

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

www.ahlehadeethbd.org

উদাত্ত আহ্বান

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

www.ahlehadeethbd.org

প্রকাশক
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী-৬২০৪
হা.ফা.বা. প্রকাশনা-১৫
ফোন ও ফ্যাক্স : ০৭২১-৮৬১৩৬৫

نداء حار

تأليف : د. محمد أسد الله الغالب

الناشر : حديث فاؤنديشن بنغلاديش

(مؤسسة الحديث للطباعة والنشر)

১ম প্রকাশ
১৯৯৩ 'যুবসংঘ' প্রকাশনী (বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ)

২য় প্রকাশ
২০০৩ হা.ফা.বা.।

৩য় প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০১০ খৃঃ

৪র্থ প্রকাশ
মার্চ ২০১৪ খৃঃ

॥ সর্বস্বত্ব প্রকাশকের ॥

কম্পোজ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

মুদ্রণ
মহানগর প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজিং প্রেস, কুমারপাড়া, রাজশাহী।

নির্ধারিত মূল্য
১০ (দশ) টাকা মাত্র।

UDATTO AHBAN (The Clarion Call) by **DR. MUHAMMAD ASADULLAH AL-GHALIB**. Published by: **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH**. H.F.B.15. Kajla, Rajshahi, Bangladesh. Ph & Fax : 88-0721-861365, Mob: 01770-800900.

www.ahlehadeethbd.org

*[২২ ও ২৩শে সেপ্টেম্বর '৯৪ রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়ায় 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী' মাদরাসা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'**র কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ও সুধী পরিষদের 'আমীর' হিসাবে নিয়মিত চতুর্মাসিক সম্মেলনের ২য় দিন শুক্রবার সকালে প্রদত্ত ভাষণ]*

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

আস্সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু

নাহ্মাদুহূ ওয়া নুছাল্লী 'আলা রাসূলিহিল কারীম, আম্মা বা'দ

সম্মানিত সাথী ও বন্ধুগণ!

আহলেহাদীছ আন্দোলনের বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমাদের আন্তরিক আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেশের সে সকল আন্দোলনমুখী সুধী ও বিদগ্ধ ওলামায়ে কেরাম আজকের এ সুধী সম্মেলনে তাশরীফ এনেছেন, কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ও সুধী পরিষদের পক্ষ হ'তে আমি তাঁদের সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। আহলেহাদীছ আন্দোলনের অগ্রগতির স্বার্থে আপনাদের এখানে আগমন, এজন্য ব্যয়িত আপনাদের মূল্যবান সময়, শ্রম ও আর্থিক কুরবানী, দেহের প্রতি ফোঁটা স্বেদবিন্দু, প্রতিটি নিঃশ্বাস ও প্রতিটি মুহূর্তের বিনিময়ে আল্লাহ পাক আপনাদেরকে উত্তম জাযা প্রদান করুন, তিনি আমাদের ছোট-বড় সকল গোনাহ মাফ করুন, আহলেহাদীছ আন্দোলনকে আমাদের পরকালীন মুক্তির অসীলা হিসাবে কবুল করুন, আন্তরিকভাবে এই দো'আ করি- আমীন!

প্রেক্ষিত পর্যালোচনা

বন্ধুগণ!

একই ভাষাভাষী ও একই বঙ্গীয় বদ্বীপ অঞ্চলের শরীক পশ্চিমবঙ্গ হ'তে পূর্ব বঙ্গ পৃথক হয়ে পাকিস্তানের স্বাধীন রাষ্ট্রসত্তায় মিশে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক মানচিত্রের উপরে বর্তমানে স্বাধীন বাংলাদেশ কায়েম হওয়ার মূল আদর্শিক প্রেরণা ছিল **'ইসলাম'**। বর্ণভেদ প্রথার অত্যাচারে অতিষ্ঠ সাধারণ হিন্দু সমাজ ও ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু রাজাদের অবর্ণনীয় শোষণ ও নিপীড়নে জর্জরিত এতদঞ্চলের সংখ্যাগুরু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী জনগণ প্রথমতঃ আরব বণিকদের মাধ্যমে প্রচারিত ইসলামের উদার ও সাম্য নীতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করার ফলে এদেশের মুসলিম জনগণের সংখ্যা শনৈঃশনৈঃ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। তারও বহু পরে আফগান বীর ইখতিয়ারুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খিলজীর নেতৃত্বে ৬০২ হিজরী মোতাবেক ১২০৬ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ইসলামের সামরিক ও রাজনৈতিক বিজয় ঘটে এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসনের অবসান হয়। সেই থেকে এদেশ আফগান, পাঠান, মোগল, আরবী, ইরানী, সুন্নী, শী'আ প্রভৃতি স্বাধীন মুসলিম সালতানাতের অধীনে শাসিত হয়। পরবর্তীতে ১৭৫৭

www.ahlehadeethbd.org

খৃষ্টাব্দে তুর্কী শী'আ অবাংগালী স্বাধীন দেশপ্রেমিক নওয়াব সিরাজুদ্দৌলার পতনের পর থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ১৯০ বৎসর বঙ্গদেশ মূলতঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তথা খৃষ্টান ইংরেজ শাসনাধীনে থাকলেও এদেশের ইসলামী চেতনা বিনষ্ট করতে পারেনি। ফলে দ্বি-জাতি তত্ত্বের (Two nation theory) ভিত্তিতে ইসলামের স্বাধীন আবাসভূমি হিসাবে পূর্ব বঙ্গ স্বাধীন পাকিস্তানের অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত হয়।

সর্ববৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবে বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন পাকিস্তানের অভ্যুদয় আন্ত র্জাতিক ইহুদী-খৃষ্টান ও ব্রাহ্মণ্যবাদী চক্র প্রথম থেকেই সুনযরে দেখেনি। তাই চক্রান্ত অব্যাহত থাকে। একখানা আস্ত রুটি একত্রে গিলে খাওয়া সম্ভব নয়। অতএব তাকে ছিঁড়ে দু'টুকরা করার ষড়যন্ত্র হ'ল। মিঃ গান্ধী এক সময় ভারতবর্ষে রাজনৈতিক ঐক্য রক্ষার জন্য বলেছিলেন, We are first Indian, then we are Hindu or Muslim. অর্থাৎ 'আমরা প্রথমে ভারতীয় অতঃপর হিন্দু অথবা মুসলিম'। তার উত্তরে এককালে 'হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের অগ্রদূত' বলে খ্যাত প্রথমে কংগ্রেস ও পরে মুসলিম লীগ নেতা কুশাগ্রবুদ্ধি রাজনীতিক কায়েদে আযম মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ (জন্ম : ২৫শে ডিসেম্বর ১৮৭৬ইং, মৃঃ ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৮) দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছিলেন, We are first Muslim, then we are Indian. 'আমরা প্রথমে মুসলিম অতঃপর ভারতীয়'। কায়েদে আযমের মুখ দিয়ে উপমহাদেশের কোটি কোটি মুসলিম জনসাধারণের হৃদয়ে মণিকোঠায় লালিত আপোষহীন ইসলামী চেতনা ও স্বাতন্ত্র্যের কথাই সেদিন বিঘোষিত হয়েছিল। শুধুমাত্র ইসলামের স্বার্থেই একটি স্বাধীন দেশের জন্মলাভ আধুনিক পৃথিবীতে সম্ভবতঃ একটি অতুলনীয় ঘটনা ছিল। মুসলিম উম্মাহ তো বটেই, সমগ্র পৃথিবী গভীর বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানের অগ্রযাত্রার পানে। কিন্তু না। কুচক্রী ইংরেজ এদেশ থেকে পাততাড়ি গুটানোর সময় তার হাতে গড়া ক্রীড়নক অমুসলিম কাদিয়ানী যাফরুল্লাহ খানকে করে গেল ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানের প্রথম পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পরে আইনমন্ত্রী। ফলে দেশের মূল হৃৎপিণ্ডে ক্যান্সার হ'ল। ওদিকে মুসলিম এলাকা কাশ্মীরকে করে গেল দ্বিধাবিভক্ত; যাতে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে স্থায়ীভাবে রক্ত ঝরার ব্যবস্থা হয়। তাদের দূরদর্শী পরিকল্পনা স্বার্থক হয়েছে। পাকিস্তানী শাসনযন্ত্র কখনই কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী চলেনি। সেখানে কুরআন-সুন্নাহ্র শ্লোগান উচ্চারিত হয়েছে। এই নামে জনগণের ভোট আদায় করা হয়েছে। কিন্তু কুরআন-সুন্নাহতে পারদর্শী কোন আলেম বা কুরআন-সুন্নাহ্র সনিষ্ঠ অনুসারী কোন যোগ্য ব্যক্তিকে কখনই পাকিস্তানের রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসতে দেওয়া হয়নি। পরিণাম স্বরূপ পাকিস্ত ান তার ঐক্য রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে।

আজ পাকিস্তান বিভক্ত হয়েছে এবং পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ভূখণ্ডগত

www.ahlehadeethbd.org

কোন মিল ছিল না। আড়াই হাযার মাইল দূরত্বের দু'টি ভূখণ্ডকে এক করে রেখেছিল শুধুমাত্র একটি আদর্শ- 'ইসলাম'। আর কিছুই নয়। শাসকরা যখন সেই মূল সূত্রটিকেই দুর্বল করলেন ও সেই সাথে চরম রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করলেন, তখন আর ঐক্য টিকিয়ে রাখার কোন সূত্র বাকী রইল না।

স্বাধীনতার ভিত্তি

আজকে যে স্বাধীন বাংলাদেশের মানচিত্র নিয়ে আমরা গর্ববোধ করছি, এর স্বাধীনতার ভিত্তি কিসের উপরে প্রতিষ্ঠিত? ভাষাভিত্তিক বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ না অঞ্চলভিত্তিক বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ? যদি প্রথমটি হয়, তাহ'লে পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষীদের সাথে মিলে প্রাচীন যুগের বৃহত্তম বঙ্গদেশ গড়াতে বাধা কোথায়? যদি দ্বিতীয়টি হয়, তবে তার স্থায়িত্ব অত সময়, যত সময় নিজের শক্তি ও সামর্থ্য বলে এ দেশটি তার আঞ্চলিক অখণ্ডতা টিকিয়ে রাখতে পারবে। তিনদিকে ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারত ও একদিকে বঙ্গোপসাগর দিয়ে ঘেরা অর্থনৈতিকভাবে দুর্দশাগ্রস্থ এই দুর্বল স্বাধীন ছোট্ট দেশটি আয়তনে তার অন্যূন ২২ গুণ বড় বৃহৎ প্রতিবেশীর সাথে মিশে একাকার হয়ে বৃহত্তর ভারতবর্ষ গড়তে আপত্তি কোথায়? মূলতঃ এখানেও কোন পৃথক প্রেরণা নেই। 'বাঙ্গালী' ও 'বাংলাদেশী' উভয় বিবেচনায় ভারতবর্ষ থেকে পৃথক হয়ে থাকার জন্য আমাদের কোন যুক্তি নেই। কেবলমাত্র একটি কারণেই আমরা ভারতবর্ষ থেকে পূর্বেও পৃথক হয়েছিলাম এবং আজও পৃথক থাকতে পারি, সেটা হ'ল আমাদের প্রাণপ্রিয় ধর্ম 'ইসলাম'। ইসলামের কারণেই আমরা স্বাধীন ভূখণ্ড **বাংলাদেশ** লাভ করেছি, ইসলামের কারণেই বাংলাদেশ তার স্বাধীনতাকে টিকিয়ে রাখতে পারে এবং ইসলামের স্বাধীন অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যই আমরা আমাদের এ ভূখণ্ডের প্রতি ইঞ্চি মাটির স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ন রাখতে চেষ্টিত থাকব ইনশাআল্লাহ। ইসলামের জন্যই স্বাধীনতা পেয়েছি- এটি যেমন ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক সত্য। তেমনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যও ইসলাম অপরিহার্য- এটাও তেমিন অকাট্ট সত্য। আর একারণেই আন্তর্জাতিক ইহুদী-খৃষ্টান ও ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তির প্রধান টার্গেট হ'ল 'ইসলাম'।

প্রতিবেশী দেশে মুসলমানদের অবস্থা

ইউরোপের একমাত্র ইসলামী দেশ জাতিসংঘের স্বাধীন সার্বভৌম সদস্য রাষ্ট্র 'বসনিয়া'কে ইউরোপের মানচিত্র থেকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার জন্য যেভাবে খৃষ্টান ও অমুসলিম বিশ্ব অঘোষিত 'ক্রুসেড' চালিয়ে যাচ্ছে, প্রতিবেশী বৃহৎ রাষ্ট্রটি তেমিন তার দেশের বৃহত্তম সংখ্যালঘু মুসলিম জনগণকে বিতাড়িত ও নিশ্চিহ্ন করার যাবতীয় প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। সেদেশের প্রগতিশীল পত্রিকা Front Line ১৫ই নভেম্বর ১৯৯১-এর হিসাব মতে ১৯৬১ থেকে '৯১ পর্যন্ত ৩০ বছরে সেখানে ৭৯৪৬টি মুসলিম বিরোধী দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে এবং ১৯৪৭ সাল

থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত সময়ে সংঘটিত হয়েছে প্রায় ১৩,৯৫০টি দাঙ্গা। ১৯৭৮ সালের ২৭শে মার্চ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাদেশিক বিধান সভায় প্রদত্ত তালিকায় বলেন যে, ঐ সময় পর্যন্ত খোদ কলিকাতা শহরেই ৪৬টি মসজিদ এবং ৭টি মাযার ও গোরস্থান হিন্দুরা দখল করে নিয়েছে।[১] উক্ত হিসাব মতে দেখা যায় যে, বর্তমান বিশ্বের সর্ববৃহৎ 'গণতান্ত্রিক' দেশ বলে খ্যাত ও 'ধর্মনিরপেক্ষ' বলে কথিত ভারতে তার স্বাধীনতা লাভের ৪৫ বছরে গড়ে প্রতি বছরে ৩০৯টি মুসলিম বিরোধী দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে। জান-মাল-ইযযত হারিয়েছে কত অগণিত মুসলিম ভাই-বোন তার সঠিক হিসাব কে রাখে? ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বরে ৪৬৫ বছরের সুপ্রাচীন 'বাবরী মসজিদ' ভেঙ্গে সেখানে তারা 'রামমন্দির' গড়েছে। এখনো প্রতিদিন কাশ্মীরে মুসলিন নিধন চলছে, চলছে আসামে বোড়ো মুসলিম হত্যা ও বিতাড়ন। সারা ভারত থেকে বাংলাভাষী মুসলমানদেরকে হাঁকিয়ে এনে বাংলাদেশে 'পুশ ইন' করার চেষ্টা চলছে হরহামেশা। বি.এস.এফ-এর গুলীতে নিহত হচ্ছে বাংলাদেশ সীমান্তে প্রায় প্রতিদিন দু'একজন করে বাংলাদেশী নাগরিক। ফারাক্কা সহ ৫৪টি নদীর উজানে বাঁধ দিয়ে এবং দক্ষিণ তালপট্টি ও মুহুরীর চর দখল করে এই স্বাধীন মুসলিম দেশটিকে গ্রাস করার সকল রাজনৈতিক পাঁয়তারা ইতিমধ্যেই সে প্রায় সম্পন্ন করে ফেলেছে। এরপরেও পর্বত প্রমাণ অসম বাণিজ্য ও ব্যাপক চোরাচালানীর মাধ্যমে এবং দেশের উত্তরাঞ্চলে ব্যাপক খরা পরিস্থিতি সৃষ্টির মাধ্যমে বছরে সর্বমোট অন্যূন ১৫ হাযার কোটি টাকার সম্পদ ঘরে তুলে নিয়ে তারা এদেশটিকে অর্থনৈতিকভাবে প্রায় নিঃশেষ করে ফেলেছে এবং এভাবে ২৫ বছরের গোলামী চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশকে তাদের নিকটে করুণার ভিখারী হয়ে থাকার সকল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করে নিয়েছে। এখন আবার রেল ও নৌ ট্রানজিট সুবিধা আদায়ের পাঁয়তারা করছে। আমাদের এই প্রিয় দেশটির বিরুদ্ধে তাদের এই আক্রোশের মূল কারণ হ'ল **'ইসলাম'**। কেননা একই ভাষাভাষী পশ্চিমবঙ্গ হ'তে পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশের স্বাধীন রাষ্ট্রীয় মর্যাদা পাওয়ার মূল কারণ ছিল 'ইসলাম'। ইসলাম তাই স্বাধীনতা রক্ষার মূল গ্যারান্টি। ইসলাম আমাদের গর্ব, ইসলাম আমাদের অহংকার।

দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপট

বন্ধুগণ! গত দু'তিন মাস থেকে দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার যেভাবে দ্রুত পট-পরিবর্তন ঘটছে, তাতে যেকোন চিন্তাশীল ব্যক্তির উদ্বিগ্ন হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। দাঊদ হায়দার ও সালমান রুশদীর পরে তাসলীমা নাসরীনকে মঞ্চে এনে আন্তর্জাতিক ইহুদী-খৃষ্টান ও ব্রাহ্মণ্যবাদী চক্র এদেশের মুসলমানদের ঈমানী চেতনাকে আরেকবার পরখ করে দেখল।

---

১. হারুনুর রশীদ, খোলা চিঠি (ঢাকা : জুন ১৯৯৩), পৃঃ ৪৮-৪৯।

www.ahlehadeethbd.org

৮,৫০০ জন পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবী ও ৬,৩০০ পাশ্চাত্য সংগঠন এমনকি মানবাধিকারের স্বঘোষিত আন্তর্জাতিক মোড়ল বর্তমান বিশ্বের একক পরাশক্তি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের পক্ষ থেকে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীর নিকটে তাসলীমা নাসরীনের নিরাপত্তার জন্য আবেদন পেশ করা হয়েছে *(দৈনিক সংগ্রাম)*। অথচ আমেরিকার সরকারী হিসাব মতে সেদেশের শতকরা ৬০ জন মহিলা নিহত হচ্ছেন বর্তমানে তাদের স্বামীদের হাতেই *(দৈনিক ইনকিলাব)*। নিজ দেশের মা-বোনদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতে পারে না যে আমেরিকা, সে কোন স্বার্থে ভিনদেশের একজন মহিলার নিরাপত্তার জন্য আবেদন করে? ৩০ লাখ রূপী খরচ করে কলিকাতার সল্ট লেকে তাসলীমার জন্য বাড়ী নির্মাণ করে দেওয়া ইত্যাদি ঘটনা প্রমাণ করে যে, পবিত্র কুরআন পরিবর্তন ও সংশোধনের দাবীদার তাসলীমা নাসরীন কেবল একজন নষ্টা চরিত্রের লেখিকা নয়, সে আন্তর্জাতিক ইসলাম বৈরী শক্তির ক্রীড়নকও বটে। একটি জাতিকে কব্জা করতে গেলে সর্বপ্রথম সে জাতির সংস্কৃতি ও সে জাতির আক্বীদা-বিশ্বাসকে কব্জা করতে হয়। তাসলীমা ও তার এদেশীয় দোসরদেরকে দিয়ে দীর্ঘদিন যাবত লেখনী ও প্রচারণার মাধ্যমে উক্ত আন্তর্জাতিক চক্র জনগণের মধ্যে ইসলামের অনুভূতিকে ভোঁতা করে দিতে চেয়েছিল। কারণ এতে সমর্থ হ'লেই কেবল তাদের পরিকল্পিত নাটকের দ্বিতীয় পর্ব শুরু করা সম্ভব হবে। আর তখনই তাসলীমার এদেশীয় দোসররা রাতারাতি 'এপার বাংলা ওপার বাংলা'র মহামিলনের অগ্রদূত হিসাবে ইতিহাসে নায়কের মর্যাদা লাভ করবেন। তবে নাটকের সেই দৃশ্যগুলি এখনো বাকী রয়েছে।

আন্দোলনের ধারা

প্রিয় সাথী ও বন্ধুগণ!

বাংলাদেশে বর্তমানে মূলতঃ দু'ধরনের আন্দোলন চলছে। 'ধর্মনিরপেক্ষ' ও 'ইসলামী'। প্রত্যেকটিই দু'ভাগে বিভক্ত। **প্রথমতঃ** ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির একভাগ ব্যক্তি জীবনে আস্তিক বা ধর্মভীরু, কিন্তু বৈষয়িক জীবনে নাস্তিক বা ধর্মহীন। ব্যক্তি জীবনে ধর্মের অনুসারী হ'লেও তারা বৈষয়িক জীবনে ধর্মহীন বিজাতীয় মতাদর্শের অন্ধ অনুসরণ করে থাকেন। ফলে রাজনীতির নামে ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বৈরাচার এবং অর্থনীতির নামে সূদ-ঘুষ-জুয়া-লটারী, মওজুদদারী ইত্যাদি পুঁজিবাদী শোষণ-নির্যাতনকে তারা বৈধ ভেবে নেন, এই কারণে যে এগুলি ধর্মীয় বিষয় নয় বরং বৈষয়িক ব্যাপার। আর তাই হারাম পয়সা দিয়ে রসগোল্লা কিনে নিজ নিষ্পাপ সন্তানের মুখে তুলে দিতেও এদের হাত কাঁপেনা। রাজনীতির নামে ধর্মঘট-অবরোধ-হরতাল করে জনগণের ক্ষতি সাধন করতে, সূদ-ঘুষ ও ব্যভিচারের মত প্রকাশ্য হারামকে হালাল করতে, অন্যদলের লোকের বুকে চাকু বসাতে, রগ কাটতে ও বন্দুকের গুলীতে তার বুক ঝাঝরা করে দিতে এইসব রাজনীতিকদের বিবেকে একটুও বাঁধে না। কারণ এসব ধর্ম নয় বরং বৈষয়িক ব্যাপার। এইভাগে লোকের সংখ্যাই সর্বত্র বেশী।

ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির অন্য ভাগটি ব্যক্তি ও বৈষয়িক উভয় জীবনে 'নাস্তিক' অর্থাৎ উভয় জীবনে তারা ধর্মহীন বিজাতীয় মতাদর্শের অনুসারী। যদিও তাদের কেউ কেউ ইসলামী নাম নিয়েই ময়দানে চলাফেরা করেন। এদের জনৈক নেতা কয়েক বৎসর পূর্বে মারা গেলে একজন মৌলবী ছাহেবকে ডেকে নিয়ে জানাযা দেওয়া হয়েছে বটে। তবে এদের নমস্য পার্শ্ববর্তী ভারতের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সেদেশের সুপ্রীম কোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি হেদায়াতুল্লাহ বিগত ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৯২ তারিখে মারা গেলে তাঁর অন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর মৃতদেহ বৈদ্যুতিক চুল্লীতে পুড়িয়ে ফেলা হয়। সে দেশের প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এম, করীম চাগলা এবং বিশিষ্ট নেতা হামীদ দেলওয়াঈকেও একইভাবে পোড়ানো হয়। কম্যুনিষ্ট নেতা কমরেড মুযাফফর আহমদকে লাল কাপড় জড়িয়ে জানাযা ছাড়াই পুঁতে ফেলা হয়। সেদেশের বিখ্যাত কম্যুনিষ্ট তাত্ত্বিক আব্দুল্লাহ রাসূল এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হুমায়ূন কবীর-এরও জানাযা হয়নি।[২] অতএব বাংলাদেশের কম্যুনিষ্টদেরও উপরোক্তদের পদাংক অনুসরণ করা উচিত-যাতে জনসাধারণের কাছে তারা খাঁটি 'নাস্তিক' হিসাবে শ্রদ্ধা কুড়াতে সক্ষম হন।

দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে ইসলামী দলগুলি। এরা মূলতঃ দু'ভাগে বিভক্ত। একভাগের দলগুলি তাক্বলীদের অনুসরণে এবং অধিকাংশ জনগণের আচরিত মাযহাব অনুযায়ী ব্যক্তি ও বৈষয়িক জীবনে ইসলামী আইন ও শাসন চান। এঁরা বাহ্যিকভাবে বিশেষ একজন সম্মানিত ইমামের তাক্বলীদের দাবীদার হ'লেও বাস্তবে পরবর্তী ফক্বীহদের রচিত বিভিন্ন ফিক্বহ এবং পীর-মাশায়েখ, মুরব্বী ও ইসলামী চিন্তাবিদ নামে পরিচিত বিভিন্ন ব্যক্তির অনুসারী। কুরআন পরিবর্তনের মত একটি মৌলিক প্রতিবাদের ইস্যুতেও এঁরা এক হয়ে কয়েকটি ঘণ্টার জন্য এক মঞ্চে বসতে পারেননি। গত ২৯শে জুলাই '৯৪ শুক্রবার বাদ জুম'আ একই দিনে একই সময়ে রাজধানীর মানিক মিয়াঁ এভেনিউ ও বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেইটে প্রধানতঃ একই মাযহাবের অনুসারী ইসলামী দলগুলির দু'টি মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। ইসলামী দলগুলির আপোষ বিভক্তির এই নগ্ন বহিঃপ্রকাশ ইসলাম বৈরী শক্তির নিকটে স্বস্তির বিষয় বৈ কি!

আর এক ভাগে রয়েছেন তাঁরাই যারা তাক্বলীদমুক্তভাবে কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী নিজেদের ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন এবং দেশের আইন ও শাসন ব্যবস্থা কামনা করেন। যারা ব্যক্তি ও বৈষয়িক উভয় ক্ষেত্রে জাতীয় ও বিজাতীয় উভয় প্রকার তাক্বলীদ হ'তে মুক্ত থেকে নিরপেক্ষভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী নিজেদের সার্বিক জীবন পরিচালনা করতে চান। এরাই হলেন 'আহলেহাদীছ'। যদিও তাদের অনেকের মধ্যে বর্তমানে বিভিন্ন জাহেলী মতবাদ ঢুকে পড়েছে।

---

২. *খোলা চিঠি, পৃঃ ৬১।*

www.ahlehadeethbd.org

পবিত্র কুরআন সংশোধন ও পরিবর্তনের উদ্ভট দাবীর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার ঈমানী তাকীদেই আমরা বিগত ২৯শে জুলাই '৯৪ শুক্রবার মানিক মিয়াঁ এভেনিউয়ে 'সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ' আহূত লংমার্চ শেষে অনুষ্ঠিত মহাসমাবেশে নিজস্ব উদ্যোগে সাংগঠনিকভাবে যোগদান করেছিলাম। আন্দোলনের ইতিহাসে সর্বপ্রথম রাজধানী ঢাকার বুকে জাতীয় পর্যায়ে সকল ইসলামী দলের মধ্যে নিজেদেরকে **'আহলেহাদীছ'** হিসাবে আত্মপরিচয়ের সাথে সাথে এদেশের অন্যূন দেড়কোটি আহলেহাদীছ জনতার পক্ষ থেকে আমাদের মৌলিক বক্তব্য জাতির সামনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তুলে ধরেছিলাম। দুর্ভাগ্য, অবাধ গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী প্রগতিবাদী বা ইসলামপন্থী কোন জাতীয় পত্রিকাই আমাদের মূল বক্তব্যটুকু তুলে ধরেনি। এমনকি ঐ মহাসমাবেশের প্রধান মুখপত্র বলে পরিচিত জাতীয় দৈনিকটি *(দৈনিক ইনকিলাব)* আমাদের অংশগ্রহণ ও বক্তৃতা প্রদানের খবরটুকুও ছাপেনি। যদিও ঐ পত্রিকার সহ-সম্পাদক নিজে বক্তৃতা মঞ্চে উপস্থিত থেকে আমাদের প্রতি উচ্ছ্বসিত আবেগ দেখিয়েছিলেন ও অনেক আশ্বাস বাক্য শুনিয়েছিলেন।

ঐ মহাসমাবেশ থেকে ফেরার পথে এদেশের একটি চিহ্নিত ধর্মনিরপেক্ষ দলের একটি জমায়েত থেকে আমাদের কর্মীদের বহনকারী ২৬টি বাস ও ট্রাক বহরের এক অংশের উপরে বোমা ছুঁড়ে মারা হয় এবং আরেকটি চিহ্নিত বামদলের ঢাকা জিপিও-র সম্মুখস্থ সড়কের বিপরীতে তাদের অফিসের দোতলা থেকে চোরাগুপ্তাভাবে বোমা নিক্ষেপ করা হয়। যাতে আমাদের মোট ছয়জন তরুণ কর্মী গুরুতরভাবে আহত হয়ে হাসপাতালে নীত হয়। ১৯৭৯ সালের জুন মাসে ঢাকায় কবরপূজারীদের বিরুদ্ধে মিছিল করতে গিয়ে তাদের নিক্ষিপ্ত ইট-পাথরের আঘাতে সর্বপ্রথম আমাদের দু'জন সাথী ভাইয়ের রক্ত ঝরেছিল। আর এবারে ১৯৯৪-এর জুলাইয়ে কুরআন বিরোধী নাস্তিক-মুরতাদদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল করতে গিয়ে আমাদের ৬ জন সাথীর রক্ত ঝরলো। হে আল্লাহ! তোমার দ্বীনের বিজয়ের স্বার্থে আমাদের এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আত্মত্যাগ কবুল করে নাও এবং আমাদের সময়, শ্রম ও আর্থিক কুরবানী সমূহকে পরকালীন মুক্তির অসীলা হিসাবে গ্রহণ কর- আমীন!

আমরা সকল জাতীয় ইস্যু ও সামগ্রিক ইসলামী স্বার্থে সকল ইসলামী দলকে যাবতীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা ও সমন্বিত কর্মসূচী গ্রহণের উদাত্ত আহ্বান জানাই।

আন্দোলনের লক্ষ্য

বন্ধু ও সাথীগণ!

দেশের ও জাতির উপরোক্ত প্রেক্ষাপট সামনে রেখে এক্ষণে আহলেহাদীছদের ভূমিকা কি হবে, তা আমাদেরকে গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে। কোন আন্দোলন পরিচালিত হ'তে পারে না, যতক্ষণ না তার লক্ষ্য নির্ধারিত হয়।